বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উশর বা শস্য খাতের যাকাত এবং গ্রামীণ খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা

ড. এম ইউসুফ আলী, *প্রাক্তন বারি, সিমিট, আইআরআরআই, ওয়ার্ল্ডফিশ বিজ্ঞানী এবং এফএও, এসিআইএআর, আইএফপিআরআই, ইউএসএআইডি, BPC, এবং ইসলামী চিন্তাবিদ, গাজীপুর সিটি, বাংলাদেশ (ইমেল: yusuf709@gmail.com)*

সারসংক্ষেপ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উশরের ধর্মীয় ও নৈতিক পটভূমি খুঁজে বের করা, প্রতি বছর সংগৃহীত উশরের পরিমাণ প্রকাশ করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পর্যালোচনা ও গবেষণামূলক নিবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশগত অবস্থার অধীনে **উশরযোগ্য** ফসল চিহ্নিত করার জন্য পবিত্র কুরআন, সহীহ হাদীস এবং প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদদের মতামতের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে উশরের নিসাব বা ন্যূনতম সীমা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর হার নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে, সমস্ত অপচনশীল কৃষি পণ্যের ওপর উশরের নিসাব হলো ৭২৭-৯০০ কেজি (১৮-২২.৫ মণ)। **"কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি-২০২৩"** এর জমির মালিকানা ও ফসল উৎপাদনের তথ্য বিশ্লেষণ করে স্তরিত নমুনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি ফসলের উশরযোগ্য পরিমাণ চিহ্নিত করা হয়েছে। উশরযোগ্য জমি গণনা করা হয়েছে এই ধারণার ভিত্তিতে যে, বড় কৃষকদের ১০০% জমি, মাঝারি কৃষকদের ১০০% এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে উশরযোগ্য ফসল উৎপাদিত হয়। মোট তিনটি শ্রেণীর কৃষকের ৩৮.৫% আবাদি জমিতে উশরযোগ্য ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিটি ফসলের মোট উৎপাদন উপাত্ত ব্যবহার করে ৩৮.৫% জমিতে উৎপাদিত প্রকৃত উশরযোগ্য ফসলের পরিমাণ চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে মধু, হিমায়িত আলু এবং আখ-এর ক্ষেত্রে, সামগ্রিক উৎপাদনকে উশরযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, কারণ এগুলোর প্রতি ইউনিট উৎপাদন সাধারণত খাদ্যশস্যের তুলনায় বেশি।

সাধারণভাবে, বেশিরভাগ প্রধান ফসলের জন্য ৫% উশরের হার বিবেচনা করা হয়েছে; কারণ বর্তমান বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তি, নিবিড় সেচ, সার এবং অন্যান্য উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করা হয়। যেহেতু উৎপাদন ব্যয় বেশি, তাই আধুনিক **ফুকাহ** ও বুদ্ধিজীবীদের মতে, উশর প্রদানের আগে মোট উৎপাদিত পরিমাণ থেকে প্রধান উৎপাদন ব্যয় বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। তবে সীমিত বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল বা সেচবিহীন ফসলের ক্ষেত্রে ১০% উশর দেওয়া উচিত।

ফলাফলে দেখা গেছে, যথাযথভাবে উশর সংগ্রহ করলে প্রতি বছর ৭.৫ লাখ টন চাল, ২২ হাজার টন গম, ৯৬ হাজার টন ভুট্টা, ৭ হাজার টন ডাল, ১.৫ লাখ টন হিমায়িত আলু, ১৫ হাজার টন তেলবীজ, ৭০ হাজার টন মসলা, ১০ হাজার টন নারিকেল ও সুপারি, ১.৫ লাখ টন আখ, ১২০ টন মধু, ১৪ হাজার টন শুটকি মাছ, ১.৬ লাখ বেল পাট এবং ১২৭০ টন তুলা সংগ্রহ করা সম্ভব, যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭,৭৯২.৪৬ কোটি টাকা (৬২৩.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এই সম্পদের মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। উপরন্তু, এসব খাদ্যপণ্য দরিদ্র ও অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নত করবে, সেই সাথে তাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

তবে, বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে উশরের প্রচলন কম এবং এ সম্পর্কে সচেতনতাও সামান্য। তাই, সরকারি সংস্থা, ইসলামী রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় পণ্ডিত, জুমার ইমামদের **খুতবা**, সামাজিক মাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং দেশের ইসলামী ন্যায়বিচার ভালোবাসেন এমন মানুষের পক্ষ থেকে এর জন্য জোরালো অনুপ্রেরণা প্রয়োজন। সমাজে উশরের টেকসই বাস্তবায়নের জন্য এটিকে দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ কৌশলগত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যেমন আসন্ন ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিবি) নথিতে।

ভূমিকা

‘উশর হলো কৃষি উৎপাদিত পণ্যের উপর একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক বিধান (যাকাতের মতো), যা উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ **নিসাব** বা নির্ধারিত সীমাতে (১৮-২২.৫ মণ) পৌঁছালে মালিক বা উৎপাদকের ওপর বর্তায়। সেচবিহীন জমিতে এর হার হলো এক-দশমাংশ (১০%) এবং সেচযুক্ত জমিতে এক-বিংশাংশ (৫%), তবে পচনশীল ফসল এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কৃষি পণ্যের উপর উশর সমাজের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি এক ধরনের কর, যা মুসলিম জমির মালিকদের ওপর আরোপ করা হয় যেন সমাজের দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যে ভারসাম্য থাকে এবং তারা কষ্ট না পেয়ে সমানভাবে জীবনযাপন করতে পারে। আভিধানিক অর্থে, “উশর” শব্দের অর্থ হলো এক-দশমাংশ। ধর্মীয় পরিভাষায়, এটি হলো ভূমির উৎপাদিত পণ্যের উপর যাকাত। ধর্মীয় পণ্ডিতদের বর্ণনা অনুযায়ী, বৃষ্টির পানি, মাটি বা নদীর পানির মতো প্রাকৃতিক উৎস থেকে সেচকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ এবং হাতে, পশু বা যন্ত্র দ্বারা সেচকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের এক-বিংশাংশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

আসলে, যাকাতের মতো উশরও সরাসরি কুরআনের আয়াত থেকে এসেছে। যেমন:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা কিছু উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর। এবং এমন নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার ইচ্ছা করো না, যা তোমরা নিজেরা চোখ বন্ধ করে ছাড়া নিতে প্রস্তুত নও। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।” (সূরা আল-বাকারা: ২৬৭)

অন্য একটি স্থানে আল্লাহ বলেন: “তিনিই সে সত্তা, যিনি বাগান সৃষ্টি করেছেন, যা মাচায় তোলা হয় এবং যা মাচায় তোলা হয় না। এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের শস্য, জলপাই ও ডালিম—এগুলো আকৃতিতে এক রকম, কিন্তু স্বাদে ভিন্ন রকম। যখন সেগুলোর ফল ধরে, তখন তোমরা সে ফল থেকে খাও এবং তার প্রাপ্য (হক) পরিশোধ করো ফসল কাটার দিন। তবে অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা আল-আন’আম: ১৪১)

এর সমর্থনে রয়েছে নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর বাস্তবায়ন, তার চারজন সৎপথপ্রাপ্ত খলিফা এবং এমনকি ১৮ শতক পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে এর প্রচলন ছিল। নিম্নলিখিত হাদীসগুলো তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে:

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে নবী (সা:) বলেছেন: “যে জমিতে বৃষ্টির পানি বা প্রাকৃতিক ঝর্ণার পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয় অথবা যা নিজের থেকে সেচপ্রাপ্ত হয় (যেমন, খালের কিনারায়), যার জন্য সেচ দিতে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না এবং যার জন্য পানির খরচ দিতে হয় না, তার এক-দশমাংশ উশর হিসাবে দিতে হবে। আর যদি কোনো কূপ থেকে পানি তুলে, ভাড়া করে, অথবা যে খালের জন্য পানির মূল্য দিতে হয়, সে পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয়, তাহলে এর এক-বিংশাংশ উশর হিসাবে দিতে হবে।” (সহীহ বুখারী)

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচকৃত ফসলের জন্য লোকদেরকে এক-দশমাংশ উশর দিতে বলবে। আর যে জমি সেচখাল বা কূপ থেকে শ্রম ব্যবহার করে সেচ দেওয়া হয়, তার জন্য এক-বিংশাংশ উশর দিতে বলবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

নবী (সা:) বলেন: “যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করে, সে সব খারাপ পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং তার সম্পদও রক্ষা পায়।” (তাবরানী আওসাত, ইবনে খুজাইমা, হাকিম, ১/৫১৯)।

উশর ও যাকাতের উপকারিতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

১. আধ্যাত্মিক উপকারিতা: সালাত যেমন একজন মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, তেমনি উশর প্রদান প্রমাণ করে যে সম্পদ নিজের নয়, বরং আল্লাহর। দান করার মাধ্যমে মানুষ এটি স্বীকার করে এবং তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে।

২. নৈতিক গুরুত্ব: উশর দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে, ফলে ইসলামী নৈতিকতায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। "তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন—নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির উৎস।" (সূরা আত-তওবা: ১০৩)

"এবং এই জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তিকে, যে আল্লাহর পথে তার সম্পদ ব্যয় করে, যাতে তার আত্মা ও হৃদয় পবিত্র হয়।" (সূরা আল-লাইল: ১৭-১৮)

নবী (সা:) বলেন: "আল্লাহ যাকাতকে বাধ্যতামূলক করেছেন, যাতে যাকাত পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়।" (সুনান আবি দাউদ)

উশর ও যাকাত না দেওয়ার কুফল:

১. **বরকতের ক্ষতি:** হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী (সা:) বলেছেন: "যখন যাকাতের অংশ অন্য সম্পদ বা পণ্যের সাথে মিশে যায়, তখন তা সেই সম্পদকেও ধ্বংস করে দেয়।" (মিশকাতুল মাসাবীহ: ১০৯ মাকতাবা রাহমানিয়াহ)।

২. **কিয়ামতের দিনের শাস্তি:** যে ব্যক্তি যাকাত অবহেলা করে, তাকে কঠোর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তাদের সঞ্চিত সম্পদ একটি বিষধর সাপের রূপ ধারণ করে তাদের সামনে আসবে এবং বলবে, "আমি তোমার সম্পদ এবং সঞ্চয়।" (মিশকাতুল মাসাবীহ: ১০৭ মাকতাবা রাহমানিয়াহ)।

৩. **সৎকর্মের অগ্রহণযোগ্যতা:** যে ব্যক্তি উশর/যাকাত আদায় করে না, তার সমস্ত সৎকর্ম অকার্যকর হয়ে যায়। উশর ও যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত তাদের সালাত ও অন্যান্য সৎকর্ম কবুল করা হয় না। (আল-তারগীব ওয়াল তারহীব ১/৫৪০)।

ইসলামী আইনবিদদের মতে 'উশরের বিধিমালা

১. উশর মোট উৎপাদিত ফসল থেকে বের করতে হবে এবং এরপর চাষ, সেচ, তত্ত্বাবধান ইত্যাদির অন্যান্য কৃষি খরচ মেটাতে হবে। ২. ফসল যখন কোনো আকারে ব্যবহারের উপযোগী হয়, তখনই উশর প্রযোজ্য হয়। যেমন, ছোলা, ভুট্টা ইত্যাদি পরিপক্ক হওয়ার আগেই উশরযোগ্য হয়; তাই কোনো ব্যক্তিগত ব্যবহারের আগে উশর গণনা করতে হবে। ৩. যদি কোনো ব্যক্তি ফল পাকার আগে ফসল বা বাগান বিক্রি করে, তাহলে উশর পরিশোধের দায়িত্ব ক্রেতার, কিন্তু যদি ফল পাকার পরে বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রেতা উশর দেবে। ৪. জমির চাষী উশর প্রদানের জন্য দায়ী, সে জমি ইজারা নিয়েছে নাকি স্বল্প সময়ের জন্য ধার নিয়েছে। ৫. যদি দু'জন ব্যক্তি যৌথভাবে একটি জমি চাষ করে, তবে উভয়েরই উশর ভাগ করে দিতে হবে, বীজ ইত্যাদির খরচ একজন বহন করুক বা উভয়েই। ৬. এখানে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার কোনো শর্ত নেই: প্রতিটি ফসলের ওপরই উশর প্রযোজ্য, তা বছরে একবার হোক বা দু'বার। ৭. নাবালক ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মালিকানাধীন জমির উৎপাদিত ফসলের ওপরও উশর প্রযোজ্য। ৮. ওয়াকফকৃত জমিও উশরের আওতাভুক্ত, যা চাষী প্রদান করবে। ৯. যদি কোনো জমি প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় উপায়ে সেচ করা হয়, তাহলে উশর গণনার সময় এই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হবে। যদি

প্রাকৃতিক উপায়ে বেশি সেচ করা হয়, তাহলে উশর হবে এক-দশমাংশ, অন্যথায় এক-বিংশাংশ। ১০. উশর বস্তুর আকারে বা সমমূল্যের নগদ অর্থেও প্রদান করা যেতে পারে, যদিও বস্তুর আকারে প্রদান করাকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। (সূত্র: SWAB Foundation)

যে জমি উশরের আওতায় আসে

১. অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের মালিকানাধীন জমি উশরের আওতায় পড়ে। (ফাতাওয়া দেওবন্দ, খণ্ড III, পৃ. ১৮)। ২. ভূমি রাজস্ব প্রদানের দ্বারা উশর বাতিল হয় না। বাংলাদেশের সমস্ত জমি, যেখানে ফসল উৎপন্ন হয়, তা উশরের আওতায় আসে। ৩. উশর ব্যয়ের খাতগুলো যাকাতের মতোই।

গুপ্তধন

গুপ্তধন বলতে খনিজ বা মাটির নিচে লুকানো অন্য কোনো সম্পদকে বোঝানো হয়। এ সম্পর্কিত নিয়মগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. হাদীস অনুযায়ী, মাটির নিচ থেকে প্রাপ্ত গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ সরকারি কোষাগার (বাইতুল মাল)-এর সম্পত্তি। ২. লোহা, রূপা, সোনা, টিন বা সালফার ইত্যাদির মতো খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দিতে হবে এবং চার-পঞ্চমাংশ খনি মালিকের কাছে থাকবে। ৩. যে জিনিসগুলো আগুনে গলে না, যেমন হীরা, রত্ন ইত্যাদি—এগুলোতে বাইতুল মালের কোনো অংশ নেই। একইভাবে, পেট্রোলিয়াম, পারদ ইত্যাদির মতো তরল খনিজগুলো উশরের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। ৪. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, সমস্ত খনিজ, কয়লা, পাথর, গ্যাস, তেল সরকারি সম্পত্তি। ৫. এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাফরানের মতো মূল্যবান পণ্যের জন্য নিসাব গমের দামের নিসাবের সাথে তুলনা করে স্থির করা হয় (১৮-22. ৫ মণ)।

উশরের নিসাব বা কখন উশর প্রযোজ্য হয়:

নিসাব হলো প্রায় ১৮ মণ বা ৭২৭ কেজি (আল-রায়িস ও জিয়াউদ্দিন, ১৯৭৭) থেকে ২২.৫ মণ বা ৯০০ কেজি (ইউসুফ আল-কারাদাভী, চার মাযহাবের চিন্তাবিদ ও অন্যান্য ফুকাহাগণ)। নবী মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন, পাঁচ **ওয়াসাক**-এর নিচে কোনো উশর নেই (সেই সময় মদিনায় শস্যের পরিমাণ পরিমাপের একক ছিল ওয়াসাক)। ১ (এক) ওয়াসাক ৬০ **সাআ**-এর সমান। এবং ৫ ওয়াসাক হলো ৫×৬০ = ৩০০ সাআ। এক সাআ ২.৪২ থেকে ৩.০ কেজি (আল-রায়িস এবং জিয়াউদ্দিন, চার মাযহাবের চিন্তাবিদ, ইউসুফ আল-কারাদাভী ও অন্যান্য ফুকাহাগণ)। কেউ কেউ বলেন, আদর্শ মান হলো ২.৭৫ কেজি (ইউসুফ আল-কারাদাভী)। আল-রায়িস এবং জিয়াউদ্দিন (১৯৭৭) হিসাব করেছেন যে এক সাআ প্রায় ২.৪২ কেজি। অতএব, ৫ ওয়াসাক = ৩০০ × ২.৪২ বা ৩০০ × ৩.০ = ৭২৭-৯০০ কেজি। তবে, গণনার পার্থক্যের কারণে উশরের নিসাব নির্ধারণে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই সময়ের আয়তন-ভিত্তিক পরিমাপ থেকে বর্তমানের ওজন-ভিত্তিক আধুনিক পরিমাপে শুষ্ক পণ্যের জন্য রায়িস ও অন্যদের (১৯৭৭) গণনা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ। তবে, উশরের গ্রহণযোগ্য নিসাব বা ন্যূনতম সীমা ৭২৭-৯০০ কেজি বা ১৮-২২.৫ মণ গণনা করা যেতে পারে। উশর বাধ্যতামূলক (ফরজ) হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণ নিয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আবু হানিফার (রহ:) অভিমত হলো, ফসলের পরিমাণ নির্বিশেষে কৃষির উপর যাকাত ফরজ। তিনি নবী (সা:)-এর এই বাণী ব্যবহার করেন: "যে জমিতে আসমানের পানি সেচ দেয়, তার উপর এক-দশমাংশ (উশর) প্রযোজ্য।" অন্যদিকে, অধিকাংশ আইনবিদের মতে, উশরের ন্যূনতম পরিমাণ হলো ফসলের কমপক্ষে পাঁচ ওয়াসাক, যা যাকাতযোগ্য। একটি হাদীসে আছে, নবী মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন: "পাঁচ ওয়াসাক-এর কম কোনো কিছুর উপর কোনো সদকা বাধ্যতামূলক নয়।" বিস্তারিত আলোচনার পর ইউসুফ আল-কারাদাভী (২০১০) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কৃষি পণ্যের উপর যাকাতের প্রাপ্য পরিমাণ হলো পাঁচ ওয়াসাক।

উশরের হার

ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী, উশরের দু'ধরনের হার রয়েছে, যা সেই সময়ের ফসল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—সেচের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত।

- ১০% উশর হিসেবে দিতে হবে যখন ফসল সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল অবস্থায় জন্মায় (শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি বা মাটিতে সঞ্চিত আর্দ্রতা)।
- যখন সেচ ব্যবহার করা হবে, তখন উশরের হার হবে ৫%।
- মিশ্র সেচ ও বৃষ্টি/প্রাকৃতিক জল ব্যবহার করে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে উশরের হার হবে সেচযুক্ত ও সেচবিহীন ফসলের মধ্যবর্তী, অর্থাৎ ৭.৫%। এর প্রমাণ হলো নবী (সা:)-এর বক্তব্য: "যা আসমানের পানি, নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সেচ করা হয়, তার থেকে এক-দশমাংশ দেওয়া হবে। আর যা আস-সানিয়াহ (আস-সানিয়াহ: কূপ থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত উট) দ্বারা সেচ করা হয়, তার অর্ধেক-দশমাংশ (অর্থাৎ এক-বিংশাংশ) প্রদেয়।" (মুসলিম)।

নগদ অর্থে উশর প্রদান: যদি উশর প্রদানের আগে ফসল বিক্রি করা হয়, তবে তা নগদ অর্থ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় না। তবে, যদি কোনো সত্যিকারের প্রয়োজন থাকে, তবে নগদ অর্থ অনুমোদিত হতে পারে। বেশিরভাগ পণ্ডিতের মতে, উশর সরাসরি ফসল থেকে দেওয়া উচিত। শায়খ ইবনে উসাইমীন এবং আন-নাওয়াবী (আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন) বলেছেন যে, উশর/যাকাত সাধারণত নগদ অর্থে দেওয়া যায় না। কিন্তু মালিক (রহ:) দিরহামের (রৌপ্য মুদ্রা) পরিবর্তে দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এবং এর বিপরীত দেওয়াকে জায়েয মনে করতেন। তবে, এটি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি গবাদি পশু বা ফসলের উপর উশর/যাকাত প্রযোজ্য হয়, কিন্তু ব্যক্তির কাছে সেই বস্তুগুলো দেওয়ার জন্য নেই, তাহলে প্রয়োজনে সমমূল্যের অর্থ দেওয়া যেতে পারে। প্রক্রিয়াজাতকরণ বা শীতলীকরণ বা সংরক্ষণের প্রয়োজনে, এটি যখন ব্যবহার বা বাজারজাত করা হবে তখন দেওয়া যেতে পারে।

অংশীদারি খামারে যাকাত: যদি অংশীদারি ব্যবস্থা থাকে যেখানে একজন অংশীদার জমি সরবরাহ করে এবং অন্যজন তাতে কাজ করে, তবে প্রতিটি অংশীদারের ভাগের উপর উশর প্রযোজ্য হবে। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তাদের নিজ নিজ অংশ উশর নিসাব/সীমা অতিক্রম করে। যদি কোনো অংশীদারের অংশ নিসাবের নিচে চলে আসে, তাহলে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু পণ্ডিতের মতে, পুরো ফসলের ওপর উশর/যাকাত দিতে হবে, যেন এটি একজন একক ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল। এভাবে, পুরো ফসলের জন্য যাকাত গণনার পর উভয় অংশীদার তাদের নিজ নিজ অংশ থেকে উশর/যাকাত প্রদান করবে।

অন্যান্য পচনশীল কৃষি পণ্যের (যেমন ফল, সবজি, কাঁচা মাছ, পশুপণ্য) জন্য: মালিক বা উৎপাদক তাদের বিক্রির আয় থেকে বার্ষিক যাকাত প্রদান করবেন নিয়ম অনুযায়ী (২.৫%), যখন নিসাব অর্জিত হবে এবং তা এক চন্দ্র বছর ধরে থাকবে।

গভীর গবেষণার পর ওবায়দুল্লাহ (২০১৫) বলেছেন যে, বাংলাদেশে সবচেয়ে অবহেলিত এবং কম গুরুত্ব দেওয়া আর্থিক ইবাদতগুলোর মধ্যে একটি হলো উশর ব্যবস্থাপনা। গবেষণাটি এমন কাউকে খুঁজে পায়নি, যে কৃষি পণ্যের ওপর সঠিকভাবে উশর প্রদান করে। শুধু তাই নয়, মানুষ এই ধরনের যাকাত সম্পর্কে সচেতনও নয়। তারা এমনকি উশরের মৌলিক ধারণা এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কেও জানে না, তাই বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে উশর ব্যবস্থাপনার **মাকালিদ আল-শারিয়াহ** অর্জন করা যায়নি। তবে, উশর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক সমাজকে উন্নীত করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। হক (২০০৫) জানান,

আশ্চর্যজনকভাবে, বেশিরভাগ শাস্ত্রীয় আইনবিদরা সেচের খরচ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের খরচ বিবেচনা করেননি। আধুনিক কৃষি-অর্থনীতির বাস্তবতা বিবেচনা করে, সমসাময়িক পণ্ডিতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উশর নির্ধারণের সময় উৎপাদন ব্যয় বাদ দেওয়ার পক্ষে।

এই বর্তমান নিবন্ধটির লক্ষ্য হলো উশরের ধর্মীয় ও নৈতিক পটভূমি, গ্রামীণ এলাকায় এর প্রচলন এবং বাংলাদেশের উশরযোগ্য ফসলগুলো চিহ্নিত করা, তার বার্ষিক পরিমাণ নির্ণয় করা এবং উশরের কিছু সহজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব তুলে ধরা।

পদ্ধতি

উশর, এর ভিত্তি, পদ্ধতি, প্রযোজ্য ফসল, হার ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য ইন্টারনেট (গুগল) থেকে ডেস্কটপ ব্রাউজিং এবং কয়েকটি বই, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস পর্যালোচনা করে সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের অধীনে আবাদি জমির ভিত্তিতে উশরযোগ্য জমির পরিমাণ বা ফসল উৎপাদনের পরিমাণ চিহ্নিত করা হয়েছে (বিবিএস, ২০২৩)। দেখা গেছে, ০.৫৯৮% জমি বড় খামারের অধীনে, ৭.৭০% জমি মাঝারি খামারের অধীনে এবং ৯১.৭০% জমি ক্ষুদ্র খামারের অধীনে। এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সমস্ত বড় এবং মাঝারি খামারের জমি/ফসল উৎপাদনে উশরযোগ্য ফসল রয়েছে। অন্যদিকে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ৩০.২৬% ক্ষুদ্র খামারের জমিতে উশরযোগ্য ফসল উৎপাদন হয়। বিবিএস-এর উপাত্ত থেকে আমি প্রতিটি উশরযোগ্য ফসলের মোট উৎপাদন নিয়েছি এবং এর ৩৮.৫% (০.৫৯৮-বড় খামার + ৭.৭০-মাঝারি খামার + ৩০.২৬-ক্ষুদ্র খামার) নিয়ে উশরযোগ্য পরিমাণ গণনা করেছি। তবে, হিমায়িত আলু (কেবল বড় কৃষকদের কোল্ড স্টোরেজ-এ থাকে), বাণিজ্যিক মধু এবং আখের (বাল্ক পরিমাণে উৎপাদন) জন্য পুরো পরিমাণকে উশরযোগ্য হিসেবে ধরা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সা:), হযরত উমর (রা:) এবং অন্য তিন সৎপথপ্রাপ্ত খলিফা এবং প্রধান চার মাযহাবের বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত ও আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের উশরের নিয়ম ও অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উশরযোগ্য ফসল চিহ্নিত করা হয়েছে। উশর কেবল শুষ্ক ধরনের ফসলের ওপর প্রযোজ্য, যা পচনশীল নয় অথবা যা সরাসরি বা প্রক্রিয়াজাতকরণের পর সংরক্ষণ করা যায়, যেমন চাল, গম, ডাল, তেলবীজ, শুকানো (মাছ), হিমায়িত (আলু)। মধু একটি ব্যতিক্রম, এটি নবী মুহাম্মদ (সা:) এবং তাঁর অনুসারীদের অনুশীলনের ভিত্তিতে উশরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় (সূত্র: তিরমিজি)। বেশিরভাগ সবজি, ফল, কাঁচা মাছ এবং পশুপণ্য উশরের জন্য বিবেচিত হয় না।

সারণী ১-এ ১০টি শ্রেণীর ফসল/আইটেমের অধীনে ২৭টি ফসল এবং একটি শুঁটকি মাছ উশরযোগ্য দেখানো হয়েছে। তবে, কিছু ফসলের বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদন খুবই কম, যেমন ফিল্ড মটর, ছোলা, সূর্যমুখী, তাই সেগুলো বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ফসলের ধরন ও সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে। মাছের মধ্যে কেবল শুঁটকি মাছ উশরের জন্য বিবেচিত। ইমাম আবু ইউসুফের (৭৩১-৭৯৮) কিংবদন্তী গ্রন্থ-কিতাবুল খারাজ, যা তিনি প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন আব্বাসীয় খলিফা হারুন-উর-রশিদকে উশর বাস্তবায়নের জন্য লিখেছিলেন। এই উল্লেখিত বইটি উশরযোগ্য ফসল/অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। হিমায়িত আলু এবং শুঁটকি মাছকে উশরের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে, যেমনটি ইসলামের শুরুতে আরব উপদ্বীপে মুসলিমরা শুকনো খেজুর এবং প্রক্রিয়াজাত আঙ্গুর (কিশমিশ)-এর ক্ষেত্রে অনুশীলন করতেন।

এই গবেষণায় আমি উশরের হার ৫% গণনা করেছি। কারণ এখন বেশিরভাগ ফসলই সেচের আওতায় উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য চাষ করা হয়, মধু ছাড়া (ইসলামী অনুশীলন অনুযায়ী ১০% উশর, কারণ উৎপাদন শক্তিশালী মৌমাছি দ্বারা করা হয়)। আধুনিক কৃষিতে, সার, কীটনাশক, ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি, ভাড়া করা শ্রমিকের মতো অতিরিক্ত উপকরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে

বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ২০২৪ সালে বোরো ধানের হেক্টর প্রতি উৎপাদন খরচ ছিল ১৫১,৬৩৩.০০ টাকা (ব্রি, ২০২৪), যেখানে সেচের খরচ ছিল মাত্র ১১.১৮%, অন্যান্য আইটেমের খরচ ছিল ৮৮.৮২%।

(খরচের বিবরণ বন্ধনীতে দেখানো হলো: টাকা; জমি তৈরি-১২,৫৬৫, বীজ/চারা-৮,৯৭৫, সার-১১,০৬৫, সেচ-১৬,৯৫৬, আগাছানাশক-১,১৯২, কীটনাশক-৩,২৫৪, শ্রম (নিজের ও ভাড়া)-২৪,৬৪৬, পাওয়ার থ্রেসিং-৪,৪৪৯, জমির ভাড়া-৩৪,৮৯০, অপারেটিং মূলধনের ওপর সুদ-১,৮২৩)।

প্রতি হেক্টরে ধানের ফলন ছিল ৫৯৪৯ কেজি। ধানের বিক্রয় থেকে আয় ছিল ১৬৭,৪৫২ টাকা + খড় বিক্রি থেকে আয় যদি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় বা অতিরিক্ত বৃষ্টিতে নষ্ট না হয়, তাহলে ১০,১৪২ টাকা (খড়ের উৎপাদন প্রায়শই অনিশ্চিত তাই বিবেচনা করা হয়নি)। যদি উৎপাদন ব্যয় বাদ না দিয়ে ৫% (২৯৭.৪৫ কেজি বা ৮৩২৯ টাকা) উশর দেওয়া হয়, তাহলে কৃষকের নিট লাভ হবে বিঘা প্রতি মাত্র ৯৯৯ টাকা (অর্থাৎ ৭,৪৯০ টাকা/হেক্টর), যা দিয়ে একজন কৃষক বাঁচতে পারবে না। কারণ কিছু এলাকায় বোরো ধান বছরের একমাত্র ফসল, যেমন হাওর এলাকা বা দেশের নিম্নাঞ্চলে। ধানের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত লাভ থেকে কৃষক তার জীবনযাত্রার অন্যান্য সামগ্রী কিনবে যা সে উৎপাদন করে না (হতে পারে কাপড়, বাড়ির উপকরণ, কৃষি উপকরণ, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি, ভোজ্য তেল, মসলা ইত্যাদি)। এছাড়াও চিকিৎসা খরচ, শিশুদের শিক্ষা, উৎসবের খরচ, মোবাইল ফোনের খরচ, যোগাযোগ খরচ ইত্যাদি আছে।

এজন্যই উশর দেওয়ার আগে প্রধান উৎপাদন ব্যয় বাদ দেওয়া যৌক্তিক বা ন্যায়সঙ্গত। কারণ নবী মুহাম্মদ (সা:) এবং সৎপথপ্রাপ্ত খলিফাদের যুগে প্রধান কৃষি প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ ছিল শুধুমাত্র সেচ। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর জন্য প্রধান ফসলগুলোর প্রতি ইউনিট ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদন থেকে টিকে থাকার জন্য সঠিক আয় না পেলে কৃষকরা আগ্রহ হারাতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে, উচ্চ উশর হারের কারণে কৃষকরা উশর দিতে এড়িয়ে যেতে পারে অথবা কৃষিতে বিনিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে, যা অবশ্যই জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্বকে ব্যাহত করবে। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ **ইউসুফ আল-কারাদাভী** (২০১০) মত দিয়েছেন যে, স্বাভাবিক নিয়ম হলো মোট উৎপাদনের ওপর উশর প্রদান করা, কিন্তু উচ্চ উৎপাদন ব্যয় শরীয়াহর **মাকাসিদ** (উদ্দেশ্য/লক্ষ্য) বা ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য অহেতুক কষ্ট এড়াতে ব্যয় বাদ দেওয়ার যুক্তি দেয় (**ফিকহ আয-যাকাত**)। ইসলামিক ফিকহ একাডেমি; জুবায়ের হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৫) সহ অনেক আধুনিক পণ্ডিতও একই ধরনের মতামত প্রকাশ করেছেন, যদিও ঐতিহ্যবাহী চার মাযহাব শুধুমাত্র সেচের অতিরিক্ত খরচের ওপর নির্ভর করে নিট উৎপাদন নয়, বরং মোট উৎপাদনের ওপর উশর প্রদানের পক্ষে। ইমাম আবু ইউসুফ (হানাফী আইনজ্ঞ) বলেছেন যে আরব বিশ্বের বাইরে মুসলিমদের জমির ওপর উশরের হার পরিবর্তন করা আইনসম্মত (**কিতাবুল খারাজ**)।

এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কয়েকটি ডাল ফসল যেমন **খেসারি** (Lathyrus), **মাষকলাই** (blackgram), **মুগডাল** (mungbean), **চীনাবাদাম**, **মসুর** (কখনও কখনও) বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল অবস্থায় উৎপাদিত হয়, কিছু উপকূলীয় **টি. আমন** ধান এবং সামান্য পরিমাণ **বোনা আমন** ধানের উৎপাদন খুবই সীমিত। তবে, প্রায়শই এসব ফসলকে পোকামাকড়/রোগের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এমন ক্ষেত্রে ১০% হারে উশর প্রদান করা উচিত।

সারণি ১: বাংলাদেশে উশরের (ফসলের যাকাত) জন্য বিবেচিত ফসল/ফলের তালিকা, ২০২৫

ফসলের/খাদ্যের ধরন	ফসলের নাম
খাদ্যশস্য	চাল, গম, ভুট্টা
তন্তু	পাট, তুলা
ডাল	মসুর, ছোলা, খেসারি, মটর, মুগডাল, মাষকলাই
কন্দমূল	আলু (কোল্ড স্টোরেজ/হিমায়িত)
তেলবীজ	সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী
মসলা	পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, শুকনো মরিচ, ধনিয়া বীজ
ফল	নারিকেল, সুপারি
পানীয়	শুকনো চা পাতা
মিষ্টান্ন	মধু (বাণিজ্যিক), আখ
মাছ	শুঁটকি মাছ

ফলাফল ও আলোচনা

গ্রামীণ এলাকায় উশর সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার ওপর প্রভাব:

সারণী ২ থেকে এটি স্পষ্ট যে তুলনামূলকভাবে ধনী কৃষক/উৎপাদকদের কাছ থেকে উশর সংগ্রহের মাধ্যমে বছরে ৭.৫ লাখ টন চাল, ২২ হাজার টন গম, ৯৬ হাজার টন ভুট্টা, ৭ হাজার টন ডাল, ১.৫ লাখ টন হিমায়িত আলু, ১৫ হাজার টন তেলবীজ, ৭০ হাজার টন মসলা, ১০ হাজার টন নারিকেল ও সুপারি, ১.৫ লাখ টন আখ, ১২০ টন মধু, ১৩.৬ হাজার টন শুঁটকি মাছ, ১.৬ লাখ বেল পাট এবং ১.২৭ হাজার টন তুলা সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রতিটি এলাকায় এই উশর বিতরণের ফলে অভাবী শিশু, বিধবা, এতিম, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দরিদ্র নারী ও পুরুষের অপুষ্টি কমাতে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নত করতে দ্রুত প্রভাব পড়তে পারে। বিধান অনুযায়ী, ফসল কাটার পরেই উশর বিতরণ করা হয়, যা সামাজিক সুবিধা (যদি থাকে) প্রদানের জন্য সরকারি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সময়কে কার্যকরভাবে কমাতে পারে।

এছাড়াও, সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা জাল পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্নীতির দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যবস্থা-ক্ষতি হয়। কুরআনের বিবৃতি অনুযায়ী, যাকাতের আটটি সুবিধাভোগী রয়েছে, যেমন দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, যাকাত ব্যবস্থাপক, নব মুসলিম,

ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে ব্যয়কারী এবং মুসাফির। এই সুবিধাভোগীরা **আসনেফ** নামেও পরিচিত। তারাই উশরেরও সুবিধাভোগী। যাকাতের চূড়ান্ত প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্য হলো আটটি সুবিধাভোগীকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করা এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এটি এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ গঠনে সহায়তা করে, যেখানে মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে (ওবায়দুল্লাহ, ২০১৫)।

গ্রামে উশরের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

ধারণা করা হয় যে, একজন ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ১.৯০ মার্কিন ডলার বা ২৩৭ টাকা প্রয়োজন। তাই, একটি চার সদস্যের পরিবারের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রতিদিন ৯৪৮ টাকা প্রয়োজন (জাতিসংঘের মতে)। সুতরাং, এক বছরের জন্য প্রয়োজন ৩৬৫ দিন × ৯৪৮ টাকা = ৩,৪৬,০২০ টাকা। তাই, উশর হিসেবে ৭,৭৯২.৪৭ কোটি টাকা সমতুল্য সংগ্রহ করে (সারণি ২), এক বছরে ২,২৫,৩৪৭.৩৮ পরিবারের দারিদ্র্য কার্যকরভাবে হ্রাস করা সম্ভব, যার অর্থ ৯,০১,৩৮৯ জন মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসবে। উপরন্তু, এটি ধনী থেকে দরিদ্র মানুষের কাছে সম্পদ হস্তান্তরে সহায়তা করবে, যার ফলে গ্রামীণ বাংলাদেশে উন্নত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার সৃষ্টি হবে। এটি ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি এবং আরও ভালো সহানুভূতিসম্পন্ন একটি সমাজ গঠনেও সহায়ক হবে, যা নবী মুহাম্মদ (সা:), চার খলিফা, এমনকি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের সময়কালে দেখা গিয়েছিল, পাশাপাশি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাও পূরণ হবে।

বাংলাদেশের কৃষক/উৎপাদক কি ফসলের জন্য উশর চর্চা করে?

আমার জীবনে আমি শুনেছি যে আমার একজন শাশুড়ি (প্রয়াত জাহান আরা বেগম) রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সামন্তপুর গ্রামে ধানের ফসলের জন্য এটি নিয়মিত পালন করতেন এবং আমার একজন ভগ্নিপতি (হাফিজুর রহমান) নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার মাটিরঙ্গা গ্রামে ধানের জন্য উশর পালন করেন। আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি (মুস্তাফা আল-বেরুনী) থেকে জানতে পেরেছি যে মাগুরা জেলার মহম্মদপুরের কয়েকজন কৃষক একটি ইসলামী সংগঠনের প্রভাবে উশর প্রদান করেন। আমি ছোটবেলায় শুনেছিলাম যে দুই ধরনের জমি আছে: **খারাজি** (করযোগ্য) এবং **উশরি**। বাংলাদেশের জমি খারাজি, তাই উশরের প্রয়োজন নেই। সম্ভবত ব্রিটিশ শাসক এবং হিন্দু জমিদাররা বাংলার মুসলিম কৃষকদের ওপর বিশাল কর চাপিয়েছিল। তাই, বাংলার অত্যন্ত দরিদ্র কৃষকদের সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কিছু আলেমদের থেকে কিছু কথা বা ফতোয়া থাকতে পারে। তবে, আমি এমন কোনো সাহিত্য খুঁজে পাইনি। এটি ধনী মুসলিম কৃষকদের অজ্ঞতা বা স্বার্থপরতার কারণেও হতে পারে। তবে জানা যায়, মুসলিম শাসিত বিশ্বে, এমনকি মুঘল ভারতেও উশরের চর্চা ছিল।

সাতক্ষীরায় করা গবেষণায় ওবায়দুল্লাহ (২০১৫) দেখতে পান যে কোনো কৃষক উশর সম্পর্কে জানেন না এবং এমনকি মসজিদের ইমামদেরও এই গুরুত্বপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক ইবাদত-উশর সম্পর্কে অগভীর ধারণা রয়েছে। তারা জানেন যে বছরে একবার সম্পদের জন্য যাকাত দিতে হয়। তাই, এটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, শুক্রবারের জুমার খুতবা, ওয়াজ মাহফিল (ধর্মীয় সম্মেলন), সংবাদপত্রে নিবন্ধ লেখা, টিভি টক শো, সরকারি সংস্থা বা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিজ্ঞাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে এটি জনপ্রিয় ও মুসলিম উৎপাদকের জন্য একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব (ফরজ) পালনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত হয় এবং আল্লাহ সুবহানুতায়ালার কাছ থেকে প্রতিদান লাভ করে। এটি গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, ধনী থেকে দরিদ্রের কাছে কোনো সুদ ছাড়াই সম্পদ হস্তান্তর এবং উপরে উল্লিখিত দরিদ্র/ভূমিহীন মানুষের অপুষ্টি নিরসনে ব্যাপক সহায়তা করতে পারে। ওবায়দুল্লাহ (২০১৫) পরামর্শ দিয়েছেন যে বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের

পরিকল্পনা ও কর্মসূচি শরীয়াহ অনুযায়ী হওয়া উচিত। উশর ব্যবস্থাকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশল ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। কিন্তু এটি বাংলাদেশে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সারণি ২: ২০২২-২৩ এর মোট ফসল উৎপাদন, উশরযোগ্য উৎপাদন, প্রকৃত উশর এবং বর্তমান মূল্য

ফসল/আইটেমের নাম	মোট উৎপাদন (টন)	উশরযোগ্য ফসল উৎপাদন (টন) (মোট উৎপাদনের ৩৮.৫%)	প্রকৃত উশর (৫%) টন	বর্তমান বাজার মূল্য (কোটি টাকা)	প্রতিটি পণ্যের বাজার মূল্য টাকা/কেজি
সব ধরনের চাল (বোরো, আউশ, আমন)	৩৯,০৯৫,০০০	১৫,০৫১,৫৭৫	৭৫২,৮৭৯	৩,৭৬৪.৪৪	৫০
গম	১,১৭০,০০০	৪৫০,৪৫০	২২,৫২২	৯৪.৫৯	৪২
ভুট্টা	৫,০০০,০০০	১,৯২৫,০০০	৯৬,২৫০	৩২৭.২৫	৩৪
পাট	৮,৪৫৮,০০০ বেল	৩,২৫৬,৩৩০	১,৬২,৮১৬	২০৭.৪৩	১২৭৪০ টাকা/বেল
তুলা	৬৬,০০০	২৫,৪১০	১,২৭০	১২.৭০	১০০
মসুর	১,৯৭,০০০	৭৫,৮৪৫	৩,৭৯২	৩০.৩৪	৮০
খেসারি	১,২৯,০০০	৪৯,৬৬৫	২,৮৩৪	১৭.০০	৬০
মুগডাল	৪৬,০০০	১৭,৭১০	৮৮৫	৭.৫২	৮৫
মাষকলাই	৪১,০০০	১৫,৭৮৫	৭৮৯	৭.১০	৯০
আলু (কোল্ড স্টোরেজ)	৩,০০০,০০০	৩,০০০,০০০	১,৫০,০০০	৪৫০.০০	৩০

সরিষা	৫,৪৭,০০০	২,১০,৫৯৫	১০,৫৩০	৭৩.৭১	৭০
চীনাবাদাম	৭৫,০০০	২৮,৮৭৫	১,৪৪৪	১৩.০০	৯০
তিল	৩১,০০০	১১,৯৩৫	৫৯৭	১১.৯৪	২০০
সয়াবিন	১,০৭,০০০	৪১,১৯৫	২,০৬০	৬.১৮	৩০
পেঁয়াজ	২৫,৪৭,০০০	৯,৮০,৫৯৫	৪৯,০৩০	২২০.৬৩	৪৫
রসুন	৫,৪৯,০০০	২,১১,৩৬৫	১০,৫৬৮	৯৫.১১	৯০
হলুদ (শুকনো)	২,৪০,০০০	৯২,৪০০	৪,৬২০	১২৪.৭৪	২৭০
শুকনো মরিচ	৫,০৭,০০০	১,৯৫,১৯৫	৯,৭৬০	২২৪.৪৮	২৩০
ধনিয়া বীজ	২২,০০০	৮,৪০০	৪২৩	৮.৪৬	২০০
নারিকেল (শুকনো)	৪,০৪,০০০	১,৫৫,৫৪০	৭,৭৭৭	১১৬.৬৫	১৫০
সুপারি	১,৫০৫,০০০	৫,৭৯,৪২৫	২৮,৯৭১	১,১৫৮.৮৪	৪০০
চা (শুকনো)	৯৩,০০০	৩৫,৮০৫	১,৭৯০	৫৩.৭০	৩০০
আখ	৩,০৫৫,০০০	৩,০৫৫,০০০	১,৫২,৭৫০	৯১.৬৫	০৬
মধু (বাণিজ্যিক)	১২,০০০	১২,০০০	১২০	৬০.০০	৫০০
মাছ (শুকনো)	৭,১০,০০০	২,৭৩,৩৫০	১৩,৬৬৭	৬১৫.০১	৪৫০

এক বছরের জন্য মোট মূল্য সব আইটেমের (কোটি টাকা)	-	-	-	**৭,৭৯২.৪৭ (৬২৩.৪০ মিলিয়ন ডলার)**	-

১ মার্কিন ডলার = ১২৫ টাকা

ফসলের তথ্যের উৎস: *বিবিএস, ২০২৩ এবং মধুর উৎপাদন তথ্যের উৎস-বিএসসিআইসি-২০২৪। ধারণা করা হয় যে, ৩৮.৫% জমি/ফসলের ফলন উশরযোগ্য। তবে হিমায়িত আলু, বাণিজ্যিক মধু, আখ (বাল্ক উৎপাদন হিসেবে) এর পুরো পরিমাণকে উশরযোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে। উশরের হার ৫% ধরা হয়েছে, কারণ এখন বেশিরভাগ ফসলই সেচের অধীনে উৎপাদিত হয় এবং অতিরিক্ত উপকরণ যেমন সার, যন্ত্রপাতির ভাড়া, ভাড়া করা শ্রমিক এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল ফসল এখন নগণ্য এবং ফলনও ন্যূনতম। শুধুমাত্র মধুর উশর ১০% হারে গণনা করা হয়েছে। পণ্যের বাজার মূল্য স্থানীয় বাজার সূত্র এবং চ্যাটজিপিটি থেকে প্রাপ্ত ২০২৪ সালের মধ্যম হার অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে।*

সমাজে উশর বাস্তবায়নের উপায়

প্রাথমিকভাবে, বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সরকারের এটি দায়িত্ব, যা ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং এর অধিভুক্ত সংস্থা যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে, আলেম, ইসলামী পণ্ডিতদের শুক্রবারের খুতবা, ধর্মীয় সমাবেশ এবং ইলেকট্রনিক-প্রিন্ট মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণাটি পরিষ্কার করার মূল দায়িত্ব রয়েছে। তবে, প্রায় মৃত (ধর্মীয়ভাবে) সমাজে উশরের প্রচারে শুধু সরকারি প্রচেষ্টা যথেষ্ট হবে না। তাই, অভাবী মানুষের মধ্যে উশর সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করা যেতে পারে। যেমন সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যা ছোট পরিসরে সারা বাংলাদেশে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে সফলভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ করছে (সিজেডএম ওয়েবসাইট)। এটি দরিদ্রতমদের শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যাপক সহায়তা করছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় প্রতিটি জেলায় উশর প্রচার, সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য একটি শাখা গঠন করতে পারে। সিজেডএম-এর মতো অন্যান্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কৃষকদের/উৎপাদকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পারে যাতে নিসাব পরিমাণ উৎপাদিত হলে ফসল কাটার সময় উশর দেওয়া হয়। উশর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার তাদের এডিবি বাজেট থেকে এই ধরনের এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে তহবিল (প্রণোদনা/সম্মানী হিসেবে) দেওয়া উচিত। বড় বড় ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো প্রথমে তাদের দলের সদস্যদের মধ্যে, তারপর সমাজে উশর বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন বা শাখা গঠন করতে এগিয়ে আসতে পারে। এতে বিশাল প্রভাব তৈরি হবে, কারণ তাদের সারা দেশে নেটওয়ার্ক রয়েছে।

উপসংহার

কৃষি পণ্যের উপর উশর/ফসলের যাকাত একটি অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা, যার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সতর্কভাবে বোঝা এবং গণআন্দোলন প্রয়োজন যাতে এটি বার্ষিক যাকাতের মতো দৃশ্যমান হয়। এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ধরনের ফসল উশরের আওতাধীন, যেমন শস্য এবং শুকনো ফল, এবং প্রধান উপকরণ ব্যয়ের (সার, সার, কীটনাশক, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ভাড়া, সেচ, পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদির মতো কিছু ফসলের জন্য স্টোরেজ খরচ, ভাড়া করা শ্রমিকের খরচ, ইত্যাদি) বাদ দেওয়ার পর ফসল কতটুকু উশরের আওতাধীন তা নির্ধারণ করে নিসাব।

শস্য বা ফলের জন্য উশরের সময় নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ; ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরেই উশর প্রযোজ্য হয়। ব্যবহৃত সেচের ধরন, তা প্রাকৃতিক হোক বা কৃত্রিম, উশরের হারকেও প্রভাবিত করে। উপরন্তু, অংশীদারি খামারে উশরের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে, যা উভয় অংশীদারকে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য অনুসরণ করতে হবে। উশর দেওয়ার সময় এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজনের অবদান যারা সত্যিই প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছায়, যেমনটি ইসলাম যাকাতের জন্য উদ্দেশ্য করেছিল (সূরা তওবা-৬০)।

বাধ্যতামূলক উশর প্রমাণ করে যে ইসলাম একটি অনন্য ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা, যা শুধু এক আল্লাহ/ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর রাসূলের আদেশ বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয় না, বরং সমস্ত মানুষের, বিশেষ করে যারা সম্পদহীন তাদের মঙ্গল ও অর্থনৈতিক কল্যাণের দিকেও নজর রাখে। অর্থনৈতিক অর্থে, ইসলাম তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার উন্নত স্বাস্থ্য, সুখ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শুধু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিরই প্রচার করে না, বরং এটি একটি কল্যাণমুখী প্রাণবন্ত সমাজ গঠনের জন্য দরিদ্র মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত সম্পদের ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করে বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক দানের মাধ্যমে। উশরের বাস্তবায়নের ওপর জোর দিতে, দারিদ্র্যকে টেকসইভাবে দূর করার জন্য বাংলাদেশের জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনায় (যেমন ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সূত্র

আল রায়িস এবং মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন। ১৯৭৭। গ্রন্থ **আল-খারাজ ওয়ান নুজুমুল মালিয়াহ ফিল ইসলাম** (আরবি), দার-আল-আনসার প্রকাশনা, বৈরুত, লেবানন। আহমেদ আল-আশকার এবং রডনি উইলসনের বাংলা অনূদিত গ্রন্থ: **ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইতিহাস**, পৃষ্ঠা-২১৮ (বাংলা অনুবাদ আশিক আরমান নিলয়), ২০২৩। সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। ২০০১। **সহীহ আল-বুখারী।** খণ্ড ১। কায়রো: দার আল-হাদীস। বিবিএস। ২০২৩। **ইয়ারবুক অফ এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিসটিকস-২০২৩।** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ব্রি, ২০২৪। **বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট**, গাজীপুর। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম), বাংলাদেশ ওয়েবসাইট (czm-bd.org)।

ইমাম আবু ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮)। **কিতাবুল খারাজ।** বাংলা অনুবাদ আবিদ আহমেদ আলী এবং এ. এইচ. সিদ্দিকী। ইসলামিক বুক সেন্টার, ঢাকা। ১৯৭৯।

ওবায়দুল্লাহ, মুহাম্মদ। (২০১৫)। **যাকাহ ম্যানেজমেন্ট ইন রুরাল এরিয়াস অফ বাংলাদেশ: দ্য মাকাসিদ আল-শারিয়াহ (অবজেক্টিভস অফ ইসলামিক ল) পার্সপেক্টিভস।** মিডল-ইস্ট জার্নাল অফ সাইন্টিফিক রিসার্চ (MEJSR), ২৩ (১), ৪৫-৫৪, আইএসএসএন: ১৯৯০-৯২৩৩। পৃষ্ঠা ৪৫-৫৪।

ইউসুফ আল-কারাদাভী (২০১০), **ফিকহ আল-যাকাহ**, ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মনজের কাহফ (জেদ্দা: সাইন্টিফিক পাবলিশিং সেন্টার, কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি), ২০১০, খণ্ড I এবং খণ্ড II, জেদ্দা, কেএসএ।

তিরমিজি। ২০০৯। **জামি' আত-তিরমিজি।** খণ্ড ২। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

জুবায়ের, এম. ই. হক। ২০০৫। **দ্য রোল অফ প্রোডাকশন-কস্ট ইন ডিটারমাইনিং যাকাত অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ক্রপস।** ইসলাম আর ও বিচার। জানুয়ারি, ২০০৫। DOI:10.58666/iab।

সোয়াব ফাউন্ডেশন: https://sawabfoundation.org.bd/ushr-zakat-on-agriculture/#:~:text=Rate%20%5BAmounts%20required%5D%20of%20',twentieth%20part%20is%20obligatory। গুগল অ্যাক্সেস করা হয়েছে ২৫ জুন ২০২৫, সকাল ৮.৩০।